❑ বক্রোক্তি ❑

'বক্র' শব্দের অর্থ বাঁকা ও 'উক্তি' শব্দের অর্থ কথা। 'বক্রোক্তি' অর্থাৎ বাঁকা কথা। কোনো কথা সোজাভাবে না বলে, প্রশ্ন বা স্বর বিকৃতির মাধ্যমে বাঁকাভাবে বললে, 'বক্রোক্তি' অলঙ্কার হয়। যেমন—

খলের আবার ছলের অভাব!

আসল কথা হল খলের ছলের অভাব নেই, কিন্তু বক্তা এই কথাটা সোজা করে না বলে ঘুরিয়ে বলছে এবং তার বলার সঙ্গেই শ্রোতা বুঝতে পারছে যে, খলের ছলের অভাব নেই। সুতরাং বলা যায় বক্রোক্তি এক প্রকার বৈচিত্র্য বিধায়ক অলঙ্কার এবং কথা বলা একটা বিশেষ ভঙ্গিমা। বক্রোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকারের হয়—(১) শ্লেষ বক্রোক্তি (২) কাকু বক্রোক্তি

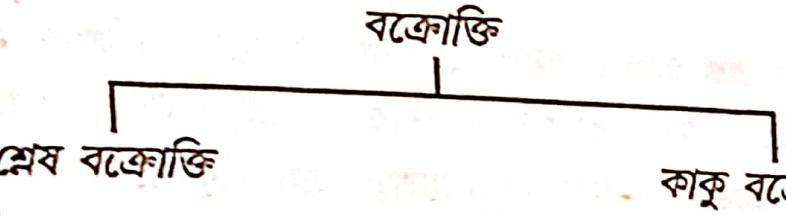

শ্লেষ বক্রোক্তি ঃ যখন বক্তার বক্তব্যকে তার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করে শ্রোতা যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করে তখন শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন—

(১) প্রশ্ন—দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুনী সেবন?

উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণ'।

'বারুনী' শব্দের অর্থ 'মদ'।

এই অর্থে এখানে প্রশ্ন ছিল—'ব্রাহ্মণ হইয়া কেন মদ সেবন কর?' কিন্তু ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' ও 'বারুনী' শব্দের অন্য অর্থ 'পশ্চিম দিক্' গ্রহণ করে উত্তর করল—

Scanned with CamScanner

'সূর্যের ভয়েই চন্দ্র পলায়ন করে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত অর্থ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী উত্তর করেছে। এটি শ্লেষ অলঙ্কার।

(২) প্রশ্ন—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?

উত্তর—সুরে না সেবিলে তবে কিসে মুক্তি হয়।

বক্তা এখানে 'সুরা' অর্থাৎ 'মদে আসক্ত', এই কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু উত্তর দাতা 'সুরা'র অর্থ 'মদ' না ধরে 'সুর' অর্থে দেবতা ধরে উত্তর দিয়েছেন। বক্তা যা বলতে চাইলেন, শ্রোতা সে অর্থ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করে উত্তর দিলেন।

মন্তব্য ঃ

(১) শ্লেষ বক্রোক্তি এক ধরনের কৌতুক সৃষ্টির উপাদান।

(২) প্রশ্নকর্তা যা বলতে চান, উত্তর দাতা অবশ্যই তা বোঝেন। কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যই তিনি বাঁকা করে উত্তর দেন।

(৩) উত্তর দাতাকে প্রচন্ড বুদ্ধিমান হতে হবে। কারণ তিনি খুবই ভেবে চিন্তে অত্যন্ত সচেতন ভাবে ইচ্ছে করেই অন্যরকম উত্তর দেন।

(৪) একটি শব্দ, দুটি অর্থে গ্রহণ করলে 'শ্লেষ' হয়। কিন্তু শ্লেষে কোন কৌতুক বা বৈচিত্র্য থাকে না। কিন্তু বক্রোক্তিতে এই বৈচিত্র্য বা কৌতুকই প্রধান। যে শব্দটিকে ঘিরে শ্লেষ হয়, সেই শব্দে বৈচিত্র্য বা মজা আনলেই শ্লেষ বক্রোক্তি হয়।

কাকু বক্রোক্তি ঃ 'কাকু' শব্দের অর্থ 'কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি'। যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য 'না' বাচক কথার 'হ্যাঁ' বাচক অর্থ হয়, অথবা 'হ্যাঁ' বাচক কথার 'না' বাচক অর্থ হয়, তখন তাকে কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে। যেমন—

(১) 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?'

—মধুসূদন

উক্তিটি ইতিবাচক প্রশ্ন হলেও প্রমীলা ভিখারী রাঘবকে ভয় করেন না—এই নেতিবাচক অর্থই তার উক্তির ভঙ্গি থেকে ধরা পড়ে। সখীও যে এই অর্থই গ্রহণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে অভিপ্রেত অর্থ কণ্ঠস্বরাশ্রিত বলে কাকু-বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(২) 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?'

অর্থাৎ কেউ পদ্মের পাপড়ি ছেড়ে না। পাপড়ি হল পদ্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এমন কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি নেই যে পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়তে পারে— এই নেতিবাচক অর্থই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায়?'

স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না—এই কথাই বক্তার অভিপ্রেত। নেতিবাচক অর্থ প্রকাশিত।

Scanned with CamScanner